কসমোপলিটন কুঞ্জবন

● গোলাম কিবরিয়া

আইডিয়োলজি কিংবা মতবাদ একটি সানগ্লাস, দর্শকের চোখে যা পরিয়ে দেয়া হয়। দর্শক তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং এক সময় ভুলে যান খোলাচোখে আকাশ দেখতে কেমন লাগে। যেটাকে আমার ডলার মনে হয় সেটা আসলে ঈশ্বরের বস্তুগত রূপ। বিলবোর্ডের মোহনভঙ্গিমা মানে 'ম্যারি অ্যান্ড রিপ্রডিউস'। কোকের বিজ্ঞাপন নির্দেশ করে মেটাফিজিক্যাল কনজিউমারিজম। ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর, শেষ হইয়াও হইবে না শেষ, জীবন এমনি এক অবিরল তৃষ্ণা। আমার প্লেজার প্রিন্সিপাল ঠিক করে দেবে কতিপয় বস্তুনিচয়। কিসে আমি সুখ পাব আর কখন দুঃখের গাছে ফুল ফুটবে, তাতে নিশ্চয়ই আমার অধিকার নেই! তুমি একজন মানুষ ছিলে, এখন পোকা হয়ে যাচ্ছ ক্রমশ। একটা অভ্যস্ত শুঁয়োপোকা, যে ভুলেই গেছে তার প্রজাপতি হওয়ার কথা ছিল। আইডিয়োলজির সবচেয়ে সফল ব্যবহার হয় রাজনীতিতে। একটি সিনেমার কথা ধরা যাক, স্পিলবার্গের মুভি। স্পিলবার্গের 'জস' (Jaws) মূলত জীবনময় সমুদ্রতটে হাঙ্গরের আক্রমণের গল্প। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কার মুভি। মানুষ ভূতের গল্প শুনে ভয় পেতে পছন্দ করে আবার কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়াতেও তার সুখ। ভিয়েতনামের বাদামি মানুষেরা আমেরিকার শত্রু, তাই পঁচাত্তরের আমেরিকান শত্রু 'হাঙ্গর' হয়ে আমেরিকান সমুদ্রতটে হানা দেয়। কিউবান রাজপুত্র ফিদেল ক্যাস্ট্রোর চোখে আবার এই হাঙ্গর ক্যাপিটালিজম। শত্রু নির্ণয়ে এখানে আইডিয়োলজিই নির্ণায়ক। একইভাবে, একাত্তরপূর্ব পূর্ববাংলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলা সিনেমাটা হানাদার নির্ণয় করে দেয়। ওই সময়ের জনরুচিতে লর্ড ক্লাইভের পোশাক পরা ইয়াহিয়া খানের পাঞ্জাবি সাম্রাজ্যবাদকে আমরা রুখে দিতে চাই একজন আনোয়ার হোসেনের সারথি হয়ে। পৃথিবীর সব রণসংগীতের দামামাতে হরেদরে একই সুর বাজে। 'অড টু জয়' কালচারাল রেভুলিউশনের সময় মাও সেতুং ব্যবহার করেছিলেন, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিও একই গান ব্যবহার করত। স্ট্যালিনের রাশিয়াতে এই গান বাজত, আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইনফরমাল এস্থেমও একই গান। সমুদ্রের ওই পারে এক দেশ আছে, আমরা সবাই সতীর্থ, একদিন সূর্য উঠবেই এবং আমাদের কমন শত্রু এক। একই সুর সব জায়গায়। এ কারণেই আমেরিকান টি পার্টিও এই গান বাজায়, আবার নিউ লেফটরাও একই গান পছন্দ করে। সংগীত একটা বড় হাতিয়ার, কারণ সংগীত একটা পণ্য হতে পারে। মূর্ত ও একইসঙ্গে বিমূর্ত পণ্য। একইভাবে বার্গারও একটা পণ্য, মূর্ত পণ্য। কারণ বার্গার আপনার উপযোগ মেটায়। বিমূর্তও কি নয় কিঞ্চিৎ? বার্গারের গায়ে যে মোড়কটা থাকে ওইটা তার আইডিয়োলজি। আপনি কিনছেন এক জিনিস, উদরস্থ হচ্ছে ভিন্ন জিনিস। মূলত মোড়কটাকেই খাচ্ছেন, ব্র্যান্ডটাকেই খাচ্ছেন। এবার একটু লোকালে ফিরি। আপনি বলছেন জয় বাংলা, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ অথবা নারায়ে তাকবির, আপনি চিহ্নিত করে দিচ্ছেন অপরদের। এই ধরাধামে যা-ই হোক, তার দায় ইহুদি নাসারাদের অথবা স্বাধীনতাবিরোধী একটি বিশেষ মহলের অথবা ভারতীয় ষড়যন্ত্র কিংবা বিপ্লবের সম্ভাবনা নস্যাৎ করা প্রতিবিপ্লবী দালালদের। আমি এবং আমার আইডিয়োলজিতে কোনো সমস্যা থাকতে পারে না, সব সমস্যা তোমাদের এবং ফর দ্য বেটার গুড, আমার আইডিয়োলজি যদি একটু ভায়োলেন্টও হয়ে ওঠে, ইটস ওকে। এটার দরকার আছে। এই দরকারের 'নির্ধারণ' করে দিচ্ছি আমি, কারণ আমার সত্য অধিকতর সত্য অথবা একমাত্র সত্য। বাকিগুলো তো অ্যাবসলিউট মিথ্যা। নাকি? ধরুন মুসলিম ফ্যানাটিকরা যখন সুইসাইড বোম্বিংয়ে আত্মাহুতি দেয়, তখন তারা ভেবে নেয়, তারা একটা 'কজের' জন্য জীবন দিচ্ছে, কারণের জন্য জীবন উৎসর্গ করছে। স্যাক্রিফাইসকে গ্লোরিফাই করা আইডিয়োলজির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ; দিশা দেয়া, আদর্শিক কর্মী কিংবা পূজারিদের একটা 'মানে' দান করা জীবনের। আমি যাদেরকে হত্যা করছি তাদের আসলে আমি নাজাত দিচ্ছি, মুক্তি দিচ্ছি এই ফাঁদ থেকে– এই ভাবনায় তারা প্রাণিত হয়। আবার একই সঙ্গে একটা দোটানা কাজ করে, যা ভাবছি পরবর্তী জীবন নিয়ে তা যদি সত্যি না হয়? এই ইনসিকিউরিটিকে ডিনাই করতে গিয়ে তারা আরো ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ে মূলত। মুসলিম ফ্যানাটিকের জায়গায় যে কোনো আইডিয়োলজিতে ইমান আনা ফ্যানাটিককেও এখানে ভাবতে পারেন। জাতীয়তাবাদ কিংবা সাম্যবাদের জন্য জীবন দেয়া যে কোনো মুজাহিদের গল্পের সঙ্গেও এই গল্পের মিল পাওয়া যায়। গল্পটা এক এবং ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং আসলে। মানবসৃষ্ট ভাষা এবং এসব লৌকিক, অতিলৌকিক, অলৌকিক আইডিয়োলজি সম্ভবত মানুষের সেরা সৃজনশীল আবিষ্কার। একটা 'কজ' দরকার তার, হায়ার কোনো অথরিটি থেকে রিকগনিশনও দরকার, এই অরূপ মানবজন্মকে বাইচান্স ভাবতে অপারগ হৃদয়ের একটা রূপনারায়ণের কূল দরকার। মডার্নিটির সবচেয়ে বুদ্ধিমান ইম্প্রোভাইজেশন হয়তো এই সেক্যুলার গডের উদ্ভাবন। আলবেয়ার কামুর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন 'আমি আত্মহত্যা কেন করব না'– এই প্রশ্নের রেডিমেড উত্তর দিচ্ছে সে। কিন্তু তাকে আরেকটু ডিথিয়োলোজাইজ করে নিচ্ছে, অনৈশ্বরিক করে নিচ্ছে। স্যালভেশন গুহায় গিয়ে পাওয়া যাবে না আধুনিক জমানায়, আইডিয়োলজিতে পাওয়া যাবে, অজান্তে। ভাবুন লিভারপুল ফুটবল ক্লাব নিয়ে আপনার আবেগ, ওদের এস্থেম– ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন, আইকন খেলোয়াড়, ওদের ক্লাবের পতাকা এবং খেলার সময় একই সঙ্গে এতগুলো সাপোর্টারের আবেগে মথিত হওয়া, এই যে ব্রাদারহুড এইটা কি একটা ধর্ম নয়? সিম্বল, গড, কাল্ট সবই তো আছে! এ রকম অনেক সেক্যুলার স্যুডো রিলিজিয়ন আছে আধুনিক জীবনে, মানুষ তাকে রিডিফাইন করে নিয়েছে। এসব ছোট ছোট বাচ্চা গড ছাড়াও আছে পেনিট্রেশনউন্মুখ আধিপত্যবাদী আইডিয়োলজিগুলো, রাজনৈতিক দার্শনিক ডিসকোর্সগুলো। আইডিয়োলজির সত্যকে নেসেসারিলি বিউটিফুল হতে হয়, রোমান্টিক কীটসের কবিতার মতো। কিন্তু এটা তো রোমান্টিক কাল না, সত্যের অনেকগুলো ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে এই যুগে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো আইডিয়োলজি এটা স্বীকার করবে না, কারণ হায়ার মোরাল গ্রাউন্ড তার ভায়োলেন্সকে জাস্টিফাই করে, কোনোভাবেই সে এই গ্রাউন্ড ছাড়বে না। আইডিয়োলজিক্যাল ট্রুথ এ কারণেই ইনহেরেন্টলি ভায়োলেন্ট। উত্তরাধুনিক এই সময়ে এসব হেজেমনিক আইডিয়োলজির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের ক্রুসেডই বোধহয় শেষ সত্য। সম্ভবত। ■